দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

139

জামালপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যাওয়ার আশংকা

ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে

।। উৎপল কান্তি ধর ।।

জামালপুর, ২৯শে সেপ্টেম্বর।– যথায সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের অভাব এবং শেকড় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিগুলোর নিষ্ক্রিয়তা ও উদ্যোগহীনতার দরুন জামালপুর জেলায় সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজে সমূহ সমস্যা সংকট দেখা দিয়েছে। কর্মসূচী শুরুর ৮ মাস পর জেলায় এই কর্মসূচীর ওপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কর্মসূচী অনুসারে জেলায় ৬ থেকে ৭ বছর বয়সী শিশুদের যে ৯০ শতাংশকে সরকারী–বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়েছিল, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইতোমধ্যেই 'ড্রপ আউট' হয়ে পড়েছে। 'ড্রপ আউট'–এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং এই 'ড্রপ আউট' রোধ করা না গেলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কর্মসূচী ভেস্তে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

চলতি বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে দেশের ৬৪টি জেলার সদর থানায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা জেলার অপর ৪টি থানাসহ মোট ৬৮টি থানায় সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১লা জানুয়ারি ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত সুধী সমাবেশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দেন। জাতীয় সংসদে গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইনটি একই বছরের ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থির করে ঃ প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণসহ ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। এ লক্ষ্যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাতীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্যে বিশেষ সেল গঠিত হয়। জেলা পর্যায়েও এ সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। থানাস্তরেও বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। কর্মসূচীর প্রথম বছরে দেশের যে ৬৮টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার কথা, সে সমস্ত থানার প্রতিটি ইউনিয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে ৯০–এর গণঅভ্যুত্থান এবং গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের কারণে এই বিশেষ কর্মসূচী বস্তবায়নের কাজ এক বছর পিছিয়ে যায় এবং নির্বাচিত সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে দেশের ৬৮টি থানায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

কর্মসূচী অনুসারে দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় জামালপুর সদর থানার ১৫টি ইউনিয়ন এবং জামালপুর পৌরসভার ৪টি ওয়ার্ডে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জরিপ ও তালিকা প্রণীত হয়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে পরিচালিত শিশু জরিপে দেখা যায় ঃ জামালপুর সদর থানায় ৬ থেকে ৭ বছর বয়সী বালক ও বালিকার সংখ্যা যথাক্রমে ১১ হাজার ১০৫ এবং ১০ হাজার ২৫৩। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত বালক ও বালিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৮ হাজার ৮৫০ এবং ৮ হাজার ১৬৮। অর্থাৎ সেই সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি এমন বালক–বালিকার (৬–৭ বছর) সংখ্যা ৪ হাজার ৩৪০।

কর্মসূচী শুরুর ৮ মাস পর অর্থাৎ ৩১শে আগস্ট তারিখে পরিচালিত সরকারী এক জরিপে দেখা যায় ঃ এই ৮ মাসে সদর থানায় ৬–৭ বছর রয়সী শিশুর সংখ্যা আরও ৪ হাজার ৮১৩ বেড়েছে। অর্থাৎ এই বয়সের বালক–বালিকার মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ১৭১। আর, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী শুরুর পর সদর থানার ১৬৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৯টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বালক ও বালিকার সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২ হাজার ৫৬২ ও ১১ হাজার ৮০৫। অর্থাৎ সর্বমোট ২৪ হাজার ৫৮৭ জন। দেখা যায় যে, ৬৯৬ জন বালিকাসহ ১ হাজার ৫৮৪ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে। সরকারী হিসেবে বিদ্যালয়ে ভর্তির পর নতুন ড্রপ আউট–এর কোন পরিসংখ্যান দেয়া হয়নি। তবে, বেসরকারীভাবে পরিচালিত এক নমুনা জরিপে দেখা যায়, কর্মসূচী শুরু হওয়ার পর ৩ হাজারের ওপর শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ শতকরা হিসেবে প্রায় ২০ ভাগের মত। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যন্ত এলাকার সরকারী–বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপ আউট–এর হার আরও বেশি। এ হার ক্রমশ বাড়ছে।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, 'এই ড্রপ আউট'–এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সেই এলাকার ওয়ার্ড কমিটি বা থানা কমিটিকে জানানো হচ্ছে না। কাগজপত্র সবই ঠিকঠাক' কোন ড্রপ আউট নেই। তবে, সংবাদ প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার সময় 'জেলা প্রশাসক যিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কমিটির সভাপতি, তিনি স্বীকার করেন যে, 'ড্রপ যে ড্রপ আউট' হচ্ছে। তিনি এর কারণ হিসেবে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াও দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অভিভাবকদের স্থান পরিবর্তন ও অসচেতনতাকে দায়ী করেন। তিনিও স্বীকার করেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিটিগুলো নিষ্ক্রিয় ও উদ্যোগহীন।

জাতীয় সংসদে গৃহীত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৯০–এ উল্লেখ আছে যে, ওয়ার্ড কমিটির তালিকাভুক্ত কোন শিশুকে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর নির্দেশ পালনে পর পর তিনবার ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবককে ২০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাবে। সেই সঙ্গে, কোন ওয়ার্ড কমিটি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে অনধিক ২শ' টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা যাবে। কিন্তু, যথাযথ সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের অভাবে আইনের কড়াকড়ি থাকলেও দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য ও নিষ্ক্রিয়তার জন্যে এখন পর্যন্ত কারুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি।